ভোরের কাগজ

তারিখ 19 MAY 2003
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

উপাধ্যক্ষকে তাৎক্ষণিক বদলি

প্রতিবাদে সাতক্ষীরা সরকারি কলেজে ছাত্রদের ক্লাস বর্জন

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : সাতক্ষীরা সরকারি কলেজের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক আবদুল হামিদকে তাৎক্ষণিকভাবে বদলি করার প্রতিবাদে কলেজের সবগুলো ছাত্র সংগঠন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। গতকাল রোববার তারা মিছিল সমাবেশ এবং সংবাদ সম্মেলন করে ক্লাস বর্জন শুরু করেছে এবং বদলির আদেশ প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছে।

ছাত্ররা জানায়, গত ৭ মে স্বাক্ষরিত এই বদলির আদেশ শনিবার বিকালে উপাধ্যক্ষ আবদুল হামিদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয় এবং গতকাল রোববার তাকে সাতক্ষীরা সরকারি মহিলা কলেজে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। সংবাদ সম্মেলন করে ছাত্ররা উপাধ্যক্ষের অবদান সম্পর্কে বলে, কলেজের আইনশৃঙ্খলার উন্নতি, বাধ্যতামূলক টিউটোরিয়াল পরীক্ষা চালু, লেসন প্ল্যান চালু, একাডেমিক কাউন্সিলকে সক্রিয়করণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অধ্যাপক আবদুল হামিদের ভূমিকা ছিল শীর্ষে। উপাধ্যক্ষ হিসেবে সাপ্তাহিক ৯টি ক্লাস নেওয়ার বিধান থাকলেও তিনি ২২টি ক্লাস নিতেন। ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক হয়েও তিনি তার যোগ্যতা বলে অনার্সের বাংলা রবীন্দ্রকাব্য ও অনুবাদ সাহিত্যের ক্লাস নিতেন।

ছাত্ররা আরো জানায়, ভুয়া সার্টিফিকেটধারী বাংলা বিভাগের ড. মিজানুর রহমান চারটি ইনক্রিমেন্ট ভোগ করার প্রতিবাদ, ভুধর চন্দ্র নামের একজন শিক্ষকের দুর্নীতি, ফারুক-এ-আজম মোহাম্মদ আবদুস সালাম নামের একজন শিক্ষক কর্তৃক কলেজ ভবন নির্মাণকালে ঠিকাদারের কাছ থেকে ৬০ হাজার টাকা উৎকোচ গ্রহণ, ছাত্রদের কাছ থেকে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল আদায়, বিএনসিসি ও রোভার স্কাউট তহবিল অডিটবহির্ভূত রাখা, কলেজ হোস্টেলের পুকুরে মৎস্য চাষের জন্য একজন শিক্ষকের দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি, ফরম বাবদ ছাত্রদের কাছ থেকে বিধি বহির্ভূত টাকা আদায়-এসব ঘটনার প্রতিবাদ করছিলেন অধ্যাপক আবদুল হামিদ। ছাত্ররা অভিযোগ করে, এতে বিক্ষুব্ধ হয়ে কলেজ সংশ্লিষ্ট একটি মহল তদবির করে তাকে বদলি করিয়েছেন। ছাত্ররা তার এই বদলি আদেশের প্রতিবাদে গতকাল কলেজ ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ করে। ছাত্র গতকাল থেকেই ক্লাস বর্জন শুরু করেছে এবং উপাধ্যক্ষ আবদুল হামিদকে ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত এই ক্লাস বর্জন কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে ছাত্রদল, ছাত্রলীগ এবং ছাত্রশিবিরসহ সকল সাধারণ ছাত্র একমত হয়ে সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা দেয়।